কালবেলা
11 JUN 2026

বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিয়ে ছোটদের জালে নিচ্ছে সরকার

বাজেট ২০২৬-২৭

বিএনপির ১৩তম বাজেট উত্থাপন আজ

আলী ইব্রাহিম

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে বড় ব্যবসায়ীদের ঢালাও সুযোগ দিচ্ছে সরকার। এতে বড় ব্যবসায়ীরা আনন্দিত হলেও চিন্তার ভাঁজ ছোট ব্যবসায়ীদের কপালে। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৌশলে শহরের মহল্লার দোকানি থেকে শুরু করে গ্রামীণ বাজারের খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত যাচ্ছে কর ও ভ্যাটের জাল। আর শিল্প উদ্যোক্তাদের তদারকিবিহীন সুবিধা দিলেও মধ্যবিত্তের করহার হচ্ছে দ্বিগুণ। যদিও কিছু নিত্যপণ্যে উৎসের কর কমিয়ে দেওয়া হবে সান্ত্বনা। ছোট ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের জালে আনতে ব্যবসায়িক ব্যাংক হিসাব খুলতে লাগবে বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (বিআইএন)। আর ব্যাংকের সাধারণ হিসাব খুলতে লাগবে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন)। একই সঙ্গে করদাতা খুঁজতে এনআইডি থেকে শুরু করে ব্যাংক হিসাব এমনকি জমির রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সার্ভারে থাকবে আয়কর কর্মকর্তাদের প্রবেশের সুযোগ। তবে স্বাস্থ্য, কৃষি, পোলট্রি ও উৎপাদনমুখী শিল্পে থাকছে

কারা সুবিধা পাচ্ছে

রপ্তানি ও আমদানি

- জেনারেল বন্ডের মেয়াদ তিনগুণ বৃদ্ধি
- ওয়্যারহাউস অনুযায়ী কাঁচামাল প্রাপ্যতা
- নিরীক্ষা ছাড়াই শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ
- ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধা
- অফডকের বিদেশি মালিকানার শর্ত বাতিল

উৎপাদন খাত

- মোবাইল, ফ্রিজ, এসি ও ওয়াশিং মেশিন উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা
- পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা
- মসলা, খেজুর ও শিশুখাদ্য উৎপাদনে শুল্ক ছাড়
- ওষুধের ৫১টি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার

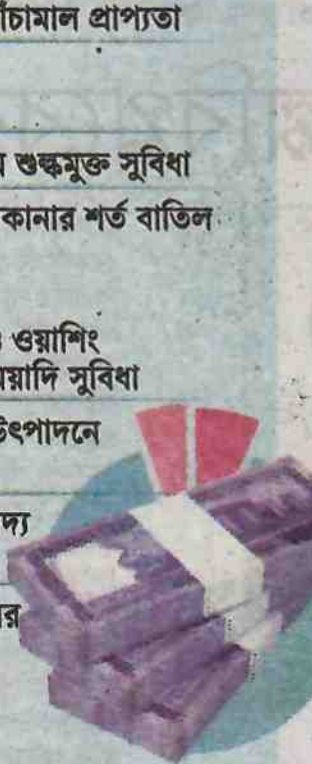

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ

- কৃষি-ভেটেরিনারি মেডিসিনে শুল্ক সুবিধা
- পোলট্রি উপকরণ আমদানিতে শুল্ক শূন্য শতাংশ

প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ

- প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায় সম্পূর্ণ ভ্যাট অব্যাহতি
- বৈদ্যুতিক গাড়ি, চার্জিং স্টেশন ও উৎপাদন প্লান্টে রেয়াত
- মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

কারা চাপে পড়ছে

কর ব্যবস্থা

- নতুন করে ভ্যাটের আওতায় ক্ষুদ্র ও খুচরা বিক্রেতা
- ব্যবসায়িক ব্যাংক হিসাব খুলতে বাধ্যতামূলক BIN
- সাধারণ ব্যাংক হিসাব খুলতে প্রয়োজন TIN
- মধ্যবিত্তের করভার প্রায় দ্বিগুণ

শুল্ক বৃদ্ধি

- পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলচালিত গাড়ির আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি
- কপারের তার ও টিউবে নতুন শুল্কারোপ

অন্যান্য

- টোব্যাকো পণ্যের দাম বাড়িয়ে কোম্পানিকে সুবিধা

বাজেটের বড় ঘোষণা

- ৫ বছর মেয়াদি আয়কর পরিকল্পনা
- ৬০ ধরনের নিত্যপণ্যের উৎসে কর কমানো
- রপ্তানিমুখী শিল্পে শুল্কমুক্ত সুবিধা সম্প্রসারণ
- প্রযুক্তি ও সবুজ শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা

কালবেলা
11 JUN 2026

বিশেষ কর ছাড়। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে এমন প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দীর্ঘ দুই দশক পর ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভের পর এককভাবে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রথম বাজেট পেশ করতে যাচ্ছে দলটি। বর্তমান মেয়াদে প্রথম বাজেট হলেও সামগ্রিকভাবে এটি হতে যাচ্ছে বিএনপি সরকারের ১৩তম জাতীয় বাজেট। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর প্রথম বাজেট। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের পরিমাণ ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। যা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট।

সূত্র জানায়, আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সারা দেশে ভ্যাটের জাল ছড়িয়ে দিতে ব্যাংকের ব্যবসায়িক হিসাব খুলতে বিআইএন বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী। একইসঙ্গে খুচরা বিক্রেতাদের থেকে সরবরাহের ওপর শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ অগ্রিম কর আদায়ের প্রস্তাবও রাখবেন অর্থমন্ত্রী। তবে অগ্রিম করের পরিমাণ বেশি হলে ওই খুচরা বিক্রেতা কর দেওয়ার সময় সমন্বয় করতে পারবেন। এ ছাড়া আগামী অর্থবছর থেকে দেশের ক্ষুদ্র ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য অভিন্ন হারে টার্নওভার কর আরোপ করার প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী। এর বাইরে সাধারণ জনগণকে করের আওতায় আনতে ছাত্র এবং গেজেট দ্বারা অব্যাহতি ছাড়া সবার ব্যাংক হিসাব খুলতে লাগবে টিআইএন। অর্থাৎ করযোগ্য আয় না থাকলেও ব্যাংকে টাকা রাখতে গেলে খুলতে হবে টিআইএন। আর টিআইএন থাকলেই প্রতি বছর দিতে হবে রিটার্ন। আর রিটার্ন না দিলে গুনতে হবে জরিমানা। এ ছাড়া সারা দেশে করজাল সম্প্রসারণ করতে জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক, ইউটিলিটি সেবা, সাব-রেজিস্ট্রিসহ করদাতার অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকবে এনবিআরের প্রবেশাধিকার। চাইলেই এনবিআর কর্মকর্তারা করদাতার ব্যাংক হিসাবের তথ্য নিতে পারবেন। করজাল বাড়ানোর অংশ হিসেবে আগামী বাজেটে এ প্রস্তাবও করবেন অর্থমন্ত্রী। তবে এর বিপরীতে বড় ব্যবসায়ীদের জন্য থাকছে তদারকিবিহীন বন্ডেড সুবিধার প্রস্তাব। বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অডিট করার বিধান থাকলেও তা বাড়িয়ে তিন বছর করা হচ্ছে। এ ছাড়া ওয়্যার হাউসের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী একবারেই প্রাপ্যতা মিলবে ব্যবসায়ীদের। পাশাপাশি অফডক ও আইসিডি নীতিমালায় আনা হচ্ছে বড় পরিবর্তন। এসব অফডক বা আইসিডিতে বিদেশি মালিকানা ৪৯ শতাংশের বিধান বাতিল করা হচ্ছে। বিনিয়োগ আকর্ষণে করা হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানি ও উৎপাদনে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়। বৈদ্যুতিক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দুই লাখ টাকা থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া এসব গাড়ি আমদানির করভারও কমানো হচ্ছে। উল্টোদিকে অকটেন-পেট্রোল বা ডিজেলচালিত গাড়ির আমদানি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তার করবেন অর্থমন্ত্রী।

সূত্র আরও জানায়, আগামী অর্থবছরের বাজেটে ব্যক্তিশ্রেণির জন্য পাঁচ মেয়াদি করহার ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী। এতে আগামী ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমা হচ্ছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ২০২৮-২৯ এবং ২০২৯-৩০ অর্থবছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমা হবে ৪ লাখ টাকা। আর ২০৩০-৩১ অর্থবছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমা নির্ধারণ করা হবে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তবে এই ব্যক্তিশ্রেণির করহারও নির্ধারণ করা হচ্ছে আগামী বাজেটে। আগামী অর্থবছর থেকে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকার বেশি যারা আয় করবেন, তাদের ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। যা আগে ছিল ৫ শতাংশ। এই আয়ের পরবর্তী তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। যদিও উচ্চবিত্তের করহারে কোনো পরিবর্তন আনেনি সরকার। এ ছাড়া আগামী বাজেটে স্পিডবোট থেকে শুরু করে মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটজাত পণ্য, ক্রোকারিজ, ডায়াপারসহ ১০ ধরনের পণ্য শুধু ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে সরকার বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির শুল্ক ৯৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬৪ শতাংশ করা হচ্ছে। আর ৫০ হাজার ডলারের বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানিতে শুল্ক নির্ধারণ হচ্ছে ৮০ শতাংশ। এছাড়া প্লাগ ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতেও শুল্ক ৯৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭৩ শতাংশ করা হচ্ছে। এর বাইরে রেজিস্ট্রেশন খরচও করা হচ্ছে অর্ধেক। আগামী বাজেটে ল্যাপটপ, ডেক্সটপ থেকে শুরু করে সার্ভার, প্রিন্টার, মনিটরের সব শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী। ব্যবসায়ীদের খুশির অংশ হিসেবে অথোরাইজড ইকোনমিক অপারেটররা (এইও) কোনো ধরনের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ছাড়াই পণ্য খালাস করতে পারবেন। আর কীটনাশক আমদানিতে প্রতিবার প্রত্যয়ন নিতে হবে না। একবার প্রত্যয়ন নিয়েই বছরজুড়ে কীটনাশক আমদানি করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। আর মোবাইল, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন উৎপাদনকারীদের ২০৩০ সাল পর্যন্ত শুল্ক সুবিধার প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী। তবে বিদেশি ওয়াশিং মেশিন আমদানির খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব রাখবেন অর্থমন্ত্রী।

সূত্র আরও জানায়, আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ধান, চাল, গম থেকে শুরু করে গবাদি পশু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ভোজ্য তেলবীজসহ ৬০ ধরনের নিত্যপণ্যের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়া সব ধরনের মসলা আমদানিতে থাকা ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আর খেজুর আমদানিতে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটিও প্রত্যাহার হচ্ছে। শিশু খাদ্য উৎপাদনে আমদানি করা কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হচ্ছে।

আগামী বাজেটে কৃষি খাতে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ সুবিধা। কীটনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনের ৩৬টি কাঁচামালের আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আর সার উৎপাদনের কাঁচামালে প্রত্যাহার হচ্ছে আমদানি শুল্ক। এর বাইরে ভেটেরিনারি মেডিসিনের আমদানি শুল্ক শূন্য শতাংশ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে পোলট্রি ডেইরি এবং মৎস্য খাতে কাঁচামাল আমদানিতে মিলবে রেয়াতি সুবিধা। আর পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি উৎপাদনকারীরাও বিনা শুল্কে উপকরণ আমদানির সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করবেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আর জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ওষুধের ৫১টি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাবও করবেন অর্থমন্ত্রী।

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শুল্ক-কর ও ভ্যাটের হার বাড়ানোর তুলনায় শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বিবেচনায় অবারিত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তবে দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় কপার তার ও টিউবের শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর বাইরে রাজস্ব আহরণের বড় খাত হচ্ছে সিগারেট। এই খাতে করহার বা শুল্ক না বাড়িয়ে শুধু দাম বাড়িয়ে কর আদায়ের পরিকল্পনা করছে সরকার। এতে আদতে কোম্পানির মুনাফা বাড়বে। এ ছাড়া হিমায়িত মাছের আমদানি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে আগামী অর্থবছরের বাজেটে বাড়ি নির্মাণের খরচ কিছুটা বাড়বে। কারণ প্রস্তাবিত বাজেটে রডের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবও করছেন অর্থমন্ত্রী।

The Financial Express
11 JUN 2026

Bangladesh can be world's No. 1 RMG sourcing hub

Says Inditex regional chief

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh can become the world's most attractive apparel sourcing destination if it can deliver faster lead times, produce more value-added products and ensure seamless collaboration across the supply chain, according to a senior executive at Inditex, one of the world's largest fashion retail groups.

"I think it is the right time and in the right place that we should not be afraid of what the other countries are doing. We deal with India, Pakistan, Cambodia and Vietnam," said Javier Carlos Santonja Olcina, regional head for Bangladesh and Pakistan at Inditex.

"Bangladesh has enough capabilities to overtake all of them. This is my personal opinion. My company is trying to communicate to our supply chain in Bangladesh," he added.

Olcina made the remarks yesterday at the inauguration of the 20th Bangladesh Denim Expo at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in Dhaka.

Typically, Western buyers do not disclose their sourcing plan. However, Olcina lauded Bangladesh's potential. He identified three priorities that could help Bangladesh become the world's most attractive sourcing destination.

First, he said, the country needs world-class logistics infrastructure.

According to him, Bangladesh still does not have a deep-sea port, a modern airport, reliable energy supplies and faster customs clearance, all of which are critical for improving delivery performance.

He said that both exporters and importers in the garment sector continue to suffer because of weaknesses in the logistics system.

Second, the regional head of Inditex said, Bangladesh must move further into higher value-added garment products, which will require coordinated efforts from manufacturers and other industry stakeholders.

Third, Olcina said, closer collaboration is needed among the government, global brands, multilateral organisations, manufacturers, logistics providers and industry associations to drive the sector forward.

He said the global business environment is complicated, with countries continuing to deal with the fallout from Covid-19, geopolitical tensions and broader economic uncertainty. Despite these challenges, Bangladesh remains better positioned than many of its competitors.

At the event, Mahmud Hasan Khan, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh is now the largest exporter of denim to both the European Union and the United States, ahead of China.

"We are approaching LDC graduation. This is being discussed in every boardroom and every policy meeting in Dhaka," said Khan.

He said their position at BGMEA is clear as the preferences apparel makers currently enjoy will change after graduation.

"If we are not prepared, the industry will feel it. RMG is currently the biggest beneficiary of preferential access. In the post-LDC era, without the right trade arrangements in place, the apparel industry risks becoming the biggest loser," said the BGMEA president.

European Union Ambassador to Bangladesh Michael Miller said Bangladesh is entering a new phase of its economic development.

"The challenge now is to create decent jobs, skill the workforce, attract high-quality investments to move up value chains, help diversify the economy, ensure a clean energy transition, and prepare effectively for graduation from least developed country status," he said.

Mostafiz Uddin, founder and chief executive officer of Bangladesh Denim Expo, said more than 50 exhibitors from over 10 countries would showcase products and innovations during the two-day event.

Uddin said, "We are not just showcasing fabric; we are displaying the entire denim value chain -- from sustainable fibres to cutting-edge, eco-friendly finishes."

Bangladesh remains the largest denim exporter to the European Union, with a market share of around 33 percent, he said.

The country is also a leading supplier to the US market, where Bangladesh-made denim accounts for one in every three pairs of jeans sold through many major retail chains, he added.

With the global denim market projected to reach $105 billion by 2032, the objective is not only to participate in that growth but also to lead it through higher-value products and industry-leading sustainable practices, said Uddin.

RMG export loses ground in American market

Vietnam, Cambodia continue to expand their market shares

MONIRA MUNNI

Bangladesh's apparel exports to the United States, its single-largest export destination, suffered a deeper setback during the first four months of this year. Shipments from the country showed double-digit negative growth during the period while major competitors, particularly Vietnam and Cambodia, continued to strengthen their positions in the market.

Bangladesh exported garment products worth US$2.64 billion during the January-April period of 2026, registering an 11.21 per cent decline from US$2.98 billion earned during the corresponding period of 2025, according to data released by the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) on Tuesday.

In volume terms, Bangladesh shipped 890.17 million square metres of apparel, about 9.0 per cent lower than the 978.32 million square metres exported during the same period last year.

Apparel exports to the United States have faced headwinds since the beginning of the year, recording growth rates of less than 1.0 per cent in January, followed by declines of 17.18 per cent and 8.08 per cent in February and March respectively.

In April 2026, exports again fell sharply, declining 17.21 per cent to US$627 million from US$757.37 million in April 2025, according to an analysis of the OTEXA data.

Asked about the reasons behind the downturn, AK Azad, Managing Director of Ha-Meem Group, one of Bangladesh's largest garment exporters to the United States, said rising geopolitical tensions and economic uncertainty had weakened consumer demand.

He said the US-Iran conflict had driven up food and energy prices, forcing American consumers to prioritise essential spending and reduce purchases of apparel, resulting in lower demand for garments.

Mr Azad noted that Vietnam remains ahead of Bangladesh in the production of higher value-added and man-made fibre (MMF)-based garments, which command better prices and benefit from shorter lead times due to stronger domestic and Chinese fabric supply chains.

By contrast, Bangladesh remains largely concentrated on basic cotton-based products, while sourcing orders are increasingly being distributed among competing suppliers, including India, whose competitiveness has been improving.

Bangladesh is also losing competitiveness because of several domestic challenges, including higher energy costs, inadequate gas supply, rising bank lending rates and increasing labour costs, all of which have pushed up overall production expenses, said Mr Azad, a former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

"Buyers now want garments with designs developed by suppliers themselves, supported by their own fabrics, patterns and product development capabilities," he said, adding that Bangladesh continues to lag behind major competitors in these areas.

"Bangladesh now needs to focus more on MMF-based garment manufacturing, improve productivity and worker efficiency, reduce wastage and strengthen design capabilities to increase its share in the global market," he said. He also urged the government to provide the necessary policy support to help reduce production costs and sustain competitiveness.

Speaking to the FE, M Masrur Reaz, Chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh, attributed the continued decline in garment exports to major markets, including the US and the EU, to uncertainty surrounding US tariff policies, the Iran conflict and disruptions in gas supply that have affected production, particularly in the knitwear sector.

He said global demand had weakened because of these external pressures, while production capacity had also fallen following the closure of hundreds of factories.

The OTEXA data also revealed notable shifts in global apparel sourcing patterns.

Vietnam remained the top-performing supplier among major exporters during the January-April period, recording a 1.33 per cent increase in export value to US$5.15 billion and a 2.69 per cent rise in volume to 1.52 billion square metres.

Meanwhile, China, which slipped to third place among apparel exporters to the US market, experienced a steep 50.16 per cent decline in export value to US$2.17 billion, while export volume fell 38 per cent to 1.51 billion square metres.

India also faced challenges, with exports declining 28

The Financial E[xpress]
11 JUN 2026

first four months of this year. Shipments from the country showed double-digit negative growth during the period while major competitors, particularly Vietnam and Cambodia, continued to strengthen their positions in the market.

Bangladesh exported garment products worth US$2.64 billion during the January-April period of 2026, registering an 11.21 per cent decline from US$2.98 billion earned during the corresponding period of 2025, according to data released by the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) on Tuesday.

In volume terms, Bangladesh shipped 890.17 million square metres of apparel, about 9.0 per cent lower than the 978.32 million square metres exported during the same period last year.

Apparel exports to the United States have faced headwinds since the beginning of the year, recording growth rates of less than 1.0 per cent in January, followed by declines of 17.18 per cent and 8.08 per cent in February and March respectively.

In April 2026, exports again fell sharply, declining 17.21 per cent to US$627 million from US$757.37 million in April 2025, according to an analysis of the OTEXA data.

Asked about the reasons behind the downturn, AK Azad, Managing Director of Ha-Meem Group, one of Bangladesh's largest garment exporters to the United States, said rising geopolitical tensions and economic uncertainty had weakened consumer demand.

He said the US-Iran conflict had driven up food and energy prices, forcing American consumers to prioritise essential spending and reduce purchases of apparel, resulting in lower demand for garments.

Mr Azad noted that Vietnam remains ahead of Bangladesh in the production of higher value-added and man-made fibre (MMF)-based garments, which command better prices and benefit from shorter lead times due to stronger domestic and Chinese fabric supply chains.

By contrast, Bangladesh remains largely concentrated on basic cotton-based products, while sourcing competitiveness because of several domestic challenges, including higher energy costs, inadequate gas supply, rising bank lending rates and increasing labour costs, all of which have pushed up overall production expenses, said Mr Azad, a former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

"Buyers now want garments with designs developed by suppliers themselves, supported by their own fabrics, patterns and product development capabilities," he said, adding that Bangladesh continues to lag behind major competitors in these areas.

"Bangladesh now needs to focus more on MMF-based garment manufacturing, improve productivity and worker efficiency, reduce wastage and strengthen design capabilities to increase its share in the global market," he said. He also urged the government to provide the necessary policy support to help reduce production costs and sustain competitiveness.

Speaking to the FE, M Masrur Reaz, Chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh, attributed the continued decline in garment exports to major markets, including the US and the EU, to uncertainty surrounding US tariff policies, the Iran conflict and disruptions in gas supply that have affected production, particularly in the knitwear sector.

He said global demand had weakened because of these external pressures, while production capacity had also fallen following the closure of hundreds of factories.

The OTEXA data also revealed notable shifts in global apparel sourcing patterns.

Vietnam remained the top-performing supplier among major exporters during the January-April period, recording a 1.33 per cent increase in export value to US$5.15 billion and a 2.69 per cent rise in volume to 1.52 billion square metres.

Meanwhile, China, which slipped to third place among apparel exporters to the US market, experienced a steep 50.16 per cent decline in export value to US$2.17 billion, while export volume fell 38 per cent to 1.51 billion square metres.

India also faced challenges, with exports declining 28 per cent to US$1.43 billion and shipment volume dropping around 23.49 per cent to 422 million square metres during the period under review.

Overall, US apparel imports contracted by 11.90 per cent year-on-year to US$23 billion during the first four months of 2026, reflecting persistent softness in demand amid elevated inflation and cautious consumer spending.

Munni_fe@yahoo.com

The Financial E...
11 JUN 2026

The Business Standard

11 JUN 2026

Budget may raise import duties to safeguard local industries

INDUSTRIES – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Local manufacturers of products ranging from man-made fibre and plastics to glass, steel, bicycles and paper could receive greater protection under the budget to be proposed today through higher import taxes on competing goods, a move that may support domestic industries.

At the same time, the government is considering duty reductions on several industrial raw materials, which could lower production costs for some sectors and create room for lower prices.

However, questions remain over how much of those benefits would ultimately reach consumers.

Industry stakeholders, however, say raising import duties can be justified only when local manufacturers have sufficient production capacity and can ensure product quality. Otherwise, consumers may face higher prices without receiving adequate alternatives.

Anwar-Ul Alam Chowdhury Parvez, president of the Bangladesh Chamber of Industries, told The Business Standard, "If higher taxes are imposed on similar imported products to protect local industries, but those manufacturers have only 10% to 20% supply capacity, the policy will not produce good results. The quality of those products must also be considered."

"If import taxes are increased in the name of protection without examining these issues, consumer costs will rise. Instead of restricting imports, the government could reduce raw material costs for those industries and provide subsidies and other fiscal support," he added.

Products facing higher import duties

Several large investments have been made in polyester staple fibre production in Bangladesh in recent years.

To protect those manufacturers, a 5% customs duty is set to be imposed on imports of polyester staple fibre, a key raw material used in the ready-made garments and non-leather footwear industries.

The government is also considering raising customs duties on imported PVC and PET resins from the existing 5% to 10%. Significant investments have been made in the local production of these plastic industry raw materials over the past few years.

Similarly, imports of gypsum boards and sheets may face a 20% regulatory duty. Customs duty on imported bicycles could increase from 15% to 25%, while a new 5% regulatory duty may also be imposed.

To provide additional support to local washing machine manufacturers, a 20% supplementary duty may be imposed on imports. For the paper industry, supplementary duty on greaseproof paper and glassine paper could rise from 10% to 25%, alongside a new 5% regulatory duty.

A 10% regulatory duty may also be imposed on imports of cold-rolled coils and sheets to protect domestic manufacturers.

Imports of transformers could face an increase in supplementary duty from 10% to 25%, together with a new 5% regulatory duty.

For copper wire and copper tubes, a 10% regulatory duty may be imposed, while customs duty on copper tubes could increase from 15% to 25%. Customs duty on maize starch may also rise from 15% to 25%. In addition, a 10% regulatory duty may be imposed on DC motors with capacities below 1,200 watts.

Sector insiders say these additional taxes could increase import costs and ultimately raise consumer prices. They also note longstanding concerns that, even after receiving policy support and tax benefits, some industries do not always pass on the resulting cost savings to consumers.

Duty relief for industrial raw materials

Today's budget may also include duty reductions on a range of industrial raw materials.

Customs duty on five raw materials used in refractory cement production, including ball clay, may be withdrawn. Customs duty on five types of raw materials used in float glass manufacturing could be reduced from 25% to 15%.

For the detergent industry, customs duty on imported Linear Alkyl Benzene, a key raw material, may be reduced to 1%. Reduced import tax rates are also being considered for two raw materials used in tyre and tube manufacturing.

In the skincare and beauty products sector, supplementary duty on two raw materials could be reduced from 30% to 10%.

Meanwhile, the government is considering withdrawing the existing 5% regulatory duty on key raw materials used by the coffee processing industry.

The Business Standard
11 JUN 2026

Major tax relief likely on pharma raw material imports

BUDGET FY27

TBS REPORT

The government is set to propose significant tax concessions on the import of pharmaceutical raw materials in the FY2026-27 budget to enhance the export competitiveness of Bangladesh's pharmaceutical industry.

The budget is also expected to include several measures aimed at reducing dialysis costs for kidney patients. In addition, VAT at the supply stage on cardiac stents and intraocular lenses may be withdrawn to reduce out-of-pocket healthcare expenses.

According to sources at the National Board of Revenue (NBR), the proposal includes adding 17 new basic raw materials to the existing concessionary import facility and reducing their import duty to zero. Stakeholders believe this will help Bangladeshi pharmaceutical products remain competitive in international markets.

To further strengthen the domestic pharmaceutical industry, the budget is also expected to propose zero-duty and zero-VAT treatment for the import of nine new raw materials used in the production of anti-cancer medicines.

At the same time, the government plans to fully exempt import duties on an additional 51 raw materials used in the production of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs). The primary objective is to boost local API production and reduce dependence on imported pharmaceutical ingredients.

Dialysis costs may decline

To lower treatment expenses for kidney patients, the government is considering a proposal to completely withdraw the existing 15% value-added tax (VAT) and 5% advance income tax on imported dialysis filters.

According to NBR sources, if the proposal is implemented, the combined VAT, tax and duty concessions could reduce the cost of each dialysis session by up to Tk800.

The government is also considering a full exemption from the existing 7.5% advance tax imposed on imports of blood tubing sets used in haemodialysis treatment. This measure is expected to significantly reduce dialysis expenses for kidney patients.

Physicians estimate that around 3.8 crore people in Bangladesh suffer from some form of kidney disease. Each year, between 30,000 and 40,000 patients develop kidney failure and require dialysis or transplantation.

A study by the Bangladesh Institute of Development Studies (Bids) found that 92% of families with dialysis patients in Bangladesh face significant financial hardship in covering treatment costs.

VAT on stents, intraocular lenses may be withdrawn

To reduce high out-of-pocket healthcare expenditure in Bangladesh, the budget is expected to propose the complete withdrawal of the existing 10% VAT at the supply stage on cardiac stents and intraocular lenses.

According to NBR sources, if implemented, the measure could reduce the price of each cardiac stent by up to Tk20,000. Similarly, the price of each intraocular lens used in eye treatment could fall by approximately Tk5,000.

Duty concessions on raw material imports for medical equipment industry

The upcoming budget is expected to propose duty concessions on raw material imports to support the development of Bangladesh's medical equipment and components manufacturing industry.

According to sources at the National Board of Revenue (NBR), the proposal includes setting import duties at 15% on certain essential raw materials and 5% on several other raw materials used in the sector. The government is also considering extending the validity of the related notification until 30 June 2030.

Industry stakeholders say the country's medical equipment industry is still in a developing stage. Duty concessions on raw material imports would help boost local production, reduce import dependence and potentially lower healthcare costs.

According to the Bangladesh Association for Medical Devices and Surgical Instruments Manufacturers and Exporters, the domestic market for medical devices is worth around Tk15,000 crore and is growing at an annual

The Business Standard

11 JUN 2026

rate of 15%. About 90% of total demand – from syringes to imaging and surgical equipment – is currently met through imports.

Proposal to cut duty on mortuary imports to 1%

The FY2026-27 budget is also expected to propose a significant reduction in import duties on mortuary equipment used for preserving dead bodies.

NBR sources said the existing 25% import duty on mortuary equipment may be reduced to 1%.

Stakeholders noted that mortuary facilities are essential equipment for hospitals, medical colleges and other healthcare institutions. High import duties increase procurement costs and place additional pressure on the healthcare system.

If implemented, the proposal would make mortuary equipment more affordable, enhance hospitals' capacity and improve the management of body preservation facilities.

The issue has gained attention recently after refrigeration units at the morgue of Dhaka Medical College Hospital became inoperative, resulting in the decomposition of around 20 bodies, including unidentified newborns, and causing foul odours.

Full exemption for 21 assistive devices

The budget is expected to propose a complete exemption from all duties and taxes on the import of 21 categories of assistive devices used by persons with disabilities.

According to NBR sources, the proposal would fully exempt these special assistive devices from import duty, regulatory duty, supplementary duty and advance income tax.

Stakeholders believe the tax relief would improve mobility and independence for persons with disabilities, enhance their quality of life and reduce the financial burden on families and society.

Duty reduction on sewage treatment plants to 1%

The upcoming budget is also expected to include a proposal to reduce import duties on sewage treatment plants (STPs) to support modernisation of waste management systems in Dhaka, divisional cities and industrial facilities.

According to NBR sources, the current 5% import duty on STPs may be reduced to 1%. Stakeholders say the proposed duty reduction would make it easier to establish wastewater treatment infrastructure and play an important role in implementing a circular economy model, particularly in industrial and urban waste management.